যায়যায়দিন

তারিখ .. 11 JUL 2007

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বিদেশি ইউনিভার্সিটির ৫৬টি অবৈধ শাখা এখনো চলছে

হাবিবুর রহমান

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন (ইউজিসি) এর আগে বিদেশি ইউনিভার্সিটির শাখা হিসেবে ৫৬টি ইউনিভার্সিটিকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল। সেগুলোর বেশির ভাগই এখনো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান নাম ও স্থান পরিবর্তন করে আবার কেউ কেউ সাইনবোর্ড সরিয়ে এ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। ইউজিসি কর্তৃপক্ষ এসব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে নতুন করে তথ্য সংগ্রহ করছে। অনেককে চিঠি দেয়া হচ্ছে বলে ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে। যেসব প্রতিষ্ঠান আদালতে রিট করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নামারও প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। শিক্ষার্থীদের এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে

পৃ ২ >> ক ৫

বিদেশি ইউনিভার্সিটির ৫৬টি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি।

গতকাল মঙ্গলবার সরেজমিন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত এসব বিদেশি ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশের অবৈধ শাখার খোজ নেয়া হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের স্থান পরিবর্তন করেছে। কেউ কেউ নাম পরিবর্তন করে বা সাইনবোর্ড নামিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সফট অ্যাড লিমিটেড আগে ধানমন্ডির ৯/এ রোডের ৪৬ নাম্বার বাসা ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম চালাতো। কিন্তু গতকাল গিয়ে দেখা যায় তারা ঠিকানা পরিবর্তন করে ৮/এ রোডের ৬৪/বি নাম্বার বাসা ভাড়া নিয়ে সেই অবৈধ কার্যক্রম চালাচ্ছে।

৯ নাম্বার রোডের ১০৫ নাম্বার বাসার ভেতরে ইউনিভার্সিটি অফ হুনুলুলুর অফিস। একই ঠিকানায় রয়েছে সাফস ইন্টারন্যাশনাল নামে আরেকটি অবৈধ শাখা। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, ইউনিভার্সিটি অফ হুনুলুলুর কোনো সাইনবোর্ড নেই। সাফস ইন্টারন্যাশনাল নাম পরিবর্তন করে এখন সাফস বিজনেস ইন্সটিটিউট আন্ডার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নামে তারা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ নামে ছোট একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে রেখেছে। আবার এ রকম অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারি বিধিনিষেধের কোনো তোয়াক্কা না করে আগের সাইনবোর্ড লাগিয়েও চালিয়ে যাচ্ছে তাদের অবৈধ ব্যবসা।

ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ইউজিসির সঙ্গে একটি নেগোসিয়েশনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, অনেক আগে থেকে তারা বিদেশি ইউনিভার্সিটির শাখা হিসেবে সরকার বা ইউজিসির কোনো অনুমোদন না নিয়েই তাদের কার্যক্রম চালায়। ইউজিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যদি এসব প্রতিষ্ঠান আইনের আওতায় তাদের কার্যক্রম চালাতে রাজি হয় তবে তাদের সে সুযোগ দেয়া যেতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠান বিদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির নাম ভাঙিয়ে এতোদিন ব্যবসা করেছিল। প্রকাশিত তালিকায় স্থান পাওয়া ৫৬টি ইউনিভার্সিটির বেশির ভাগই ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় অবস্থিত ইউনিভার্সিটির শাখা। যে কারণে ঢাকার বৃটিশ কাউন্সিল, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনের প্রতিনিধিরা ইউজিসিতে গিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা চেয়ারম্যানকে এ ধরনের তৎপরতা বন্ধের অনুরোধ জানিয়েছেন। যেসব ইউনিভার্সিটির নাম ভাঙিয়ে তারা ব্যবসা করছে সেগুলোর অধিকাংশের সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো অফিশিয়াল যোগাযোগ নেই। ওইসব ইউনিভার্সিটির সঙ্গে এদের কোনো আইনগত প্রতিনিধিত্ব নেই। এভাবে শিক্ষার নামে বাণিজ্য করা হলে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ ধারণা জন্মাবে বলেও হাই কমিশনের প্রতিনিধিরা চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন।

ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, এসব অবৈধ ঘোষিত বিদেশি ইউনিভার্সিটির শাখাগুলোর ব্যাপারে আরো তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষার্থীদের বেতন প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য দিতে বলা হয়েছে তাদের। বেশ কিছু তথ্য যাচাই-বাছাই করে কোনটি কোন ক্যাটেগরিতে পড়ে তা বিবেচনা করা হবে। এ জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করা হবে। এদের ব্যাপারে আমরা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগোচ্ছি। কেউ যদি আইনের মধ্যে এসে কাজ করতে চায় তবে আমরা সে সুযোগ দেবো। তিনি বলেন, আইন না মেনে বা কোনো অনিয়ম করে কেউ তাদের কার্যক্রম চালাতে পারবে না। যারা ইতিমধ্যে মামলা করেছে তাদের সঙ্গে আইনি লড়াই চালিয়ে যাবো।

তালিকা প্রকাশের পর আমেরিকার দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ক্যাসল ও ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে কমিশনের এ ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে একটি রিট পিটিশন করা হয়। তাদের সঙ্গে আইনগত লড়াইও করবে সরকার। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে জেলা জজ নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া ভুইয়া একাডেমিসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ইউজিসিকে জানিয়েছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কোচিং বা রিক্রুটিং সেন্টার হিসেবে কাজ করছে।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির দেশি-বিদেশি শাখা খুলে মোটা টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি এবং উচ্চ শিক্ষার নামে প্রতারণা বন্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। ৮ মে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ৫৬টি বিদেশি ইউনিভার্সিটির শাখা বন্ধ করে দেয়া হয়। জানা গেছে, এছাড়াও ঢাকার বাইরে এসব ইউনিভার্সিটির শতাধিক শাখা রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি বিদেশি ইউনিভার্সিটির অবৈধ শাখা হিসেবে যে ৫৬টি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ধানমন্ডির ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, লালমাটিয়ায় অবস্থিত নর্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, জেমস কুক ইউনিভার্সিটি, গুলশানের ক্যামব্রিয়ান কলেজ কানাডা, বনানীর ম্যানট্রাস্ট ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনলজি, বনানীর সিএটি এসিসিএ প্রিস্টন ইউনিভার্সিটি, ধানমন্ডির হেডওয়ে ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ ও সেন্টার ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট, বনানীর ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ আমেরিকা, সিলেটের ইন্সটিটিউট অফ বিজনেস অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনলজি, খুলনার অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম ও ধানমন্ডির ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ইউএসএ, রাজধানীর জিগাতলার আটলান্টিক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গুলশানের পারদানা কলেজ অফ মালয়শিয়া, পান্থপথের গ্রিনভ্যালি ইউনিভার্সিটি ও খিলগাও রেলগেট এলাকার ফরেন এডুকেশন সার্ভিসেস বাংলাদেশ।